যুগান্তর

তারিখ ... 21 FEB 2012
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

ঢামেক বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া আইন প্রণয়নে বাধা

ফিরোজ আহমদ উজ্জ্বল

ঢাকা মেডিকেল কলেজকে (ঢামেক) বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ শুরুতেই হোঁচট খেয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকে দুই সপ্তাহ আগে ঢামেক প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডা. কাজী দীন মোহাম্মদের কাছে চিঠি দিয়ে খসড়া আইন তৈরি করতে তাগিদ দেয়া হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চিকিৎসক, শিক্ষক ও কর্মচারী-কর্মকর্তাদের বিপরীতমুখী অবস্থানের কারণে মন্ত্রণালয়ের বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে খসড়া আইন প্রণয়নের ব্যাপারে হাত দিতে পারেনি ঢামেক কর্তৃপক্ষ। এ পরিস্থিতিতে আইন প্রণয়নের কাজ শুরু করতে করণীয় কি তা নির্ধারণ করতে জরুরিভিত্তিতে একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরি সভা ডাকা হয়েছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে আন্দোলনরত নার্স, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী সংগ্রাম পরিষদ নেতাদের বেঁধে দেয়া সময়সীমা রোববার শেষ হয়েছে। দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে তারা হাসপাতাল চৌহদ্দিতে সভা সমাবেশ করে আসছে। সর্বশেষ তারা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্মারকলিপি দিয়েছিল। সংগ্রাম পরিষদের মহাসচিব আবদুল খালেক ফুগাড়কে বলেন, দুই সহস্রাধিক কর্মচারীর এক ও অভিন্ন কথা— তারা কোনো বিশ্ববিদ্যালয় করার সিদ্ধান্ত মেনে নেবে না। স্বায়ত্তশাসনের এ প্রতিষ্ঠানকে সফল করতে প্রয়োজনে হাসপাতালে কর্মবিরতিসহ সারাদেশের কর্মচারীদের ডেকে এনে মহাসমাবেশ করার মাধ্যমে সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ঢামেক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে যে কোন সময়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়া অস্থিতিশীল পরিস্থিতির আশঙ্কা রয়েছে। ১ হাজার ৭শ শয্যার এ হাসপাতালে প্রতিদিন ২ হাজার ২শ থেকে আড়াই হাজার রোগী থাকছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্মারকলিপি দেয়ার নামে হাসপাতালের সব কর্মচারী প্রায় চার ঘণ্টা হাসপাতালে অনুপস্থিত থাকে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢামেক প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডা. দীন মোহাম্মদের কাছে মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি দিয়ে ঢামেককে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে খসড়া আইন প্রণয়নে সহযোগিতা করতে নির্দেশ দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়নে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের মতামতের ভিত্তিতে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য আইনের খসড়া তৈরির উদ্যোগ নেয় ঢামেক কর্তৃপক্ষ। আন্দোলনরত সংগ্রাম পরিষদ নেতাদের সঙ্গে আলোচনার দায়িত্ব দেয়া হয় ঢামেক শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ডা. আবুল কালাম আজাদ ও সাধারণ সম্পাদক ডা. আবু ইউসুফ ফকিরকে। রোববার সকালে ঢামেক শিক্ষক সমিতির নেতারা আন্দোলনরত কর্মচারীদের সঙ্গে বৈঠকে বসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রাজি করতে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের চাকরিতে কোন সমস্যা হবে না এই মর্মে বুঝিয়ে খসড়া আইন প্রণয়নে মতামত জানতে চান। আলোচনার এক পর্যায়ে কর্মচারী নেতাদের ক্ষোভের মুখে পড়েন শিক্ষক চিকিৎসকরা। এক পর্যায়ে তারা সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। বাইরে অপেক্ষমাণ বিপুল সংখ্যক কর্মচারী শিক্ষক নেতাদের দালাল বলে স্লোগান দেন এবং তাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন। এ সময় হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমানসহ অন্য কর্মকর্তারা ছুটে আসেন। হইচই চিৎকার চেঁচামেচিতে রোগী ও তাদের স্বজনদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। কর্মচারীদের এহেন অশ্লীল আচরণে বিব্রত শিক্ষকরা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে কেন্দ্রে চলে যান!

রোববার হাসপাতাল পরিদর্শনকালে দেখা গেছে, গোটা হাসপাতাল চৌহদ্দির ভেতরে-বাইরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করার দাবি সংবলিত পোস্টারে ছেয়ে আছে। বিভিন্ন দেয়াল পোস্টারে দেখা যাচ্ছে 'পবিত্র মাতার আঁচলমনাই অ্যাসোসিয়েশন বন্ধ হউক', 'বাতিল হউক অ্যাসোসিয়েশনের দালালরা হুশিয়ার সাবধান', 'সরকারি হাসপাতালকে বেসরকারি মালিকানাধীনে দেয়া চলবে না, মানব না' ইত্যাদি। এ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ডা. আবুল কালাম আজাদ বলেন, ঢামেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হলে চিকিৎসক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কারও চাকরির সমস্যা ও সুযোগ-সুবিধা কমবে না বরং বাড়বে। কারও ব্যক্তিস্বার্থে নয়, দেশে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট চিকিৎসা শিক্ষা, গবেষণা এবং হাসপাতাল সেবার মানোন্নয়নে এ উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় করতে হলে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে।